শিল্পবার্তা

বর্ষ ৫
সংখ্যা ৬
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
৮ জুন ২০১৪

বৈশাখী মেলা উদ্বোধন করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বৈশাখী মেলা-১৪২১ অনুষ্ঠিত

গত ১ বৈশাখ ১৪২১ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। ২৩ এপ্রিল সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, বৈশাখী মেলা বাঙালি জাতি সত্তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাচ্ছে। বিসিক চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান উপস্থিত ছিলেন।

পৃষ্ঠা : ১
■ বৈশাখী মেলা-১৪২১ অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা : ২
■ 'কারুরত্ন' ও 'কারুপ্রতিভা' পুরস্কার প্রদান

পৃষ্ঠা : ৩
■ সৃজনশীলতা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা : ৪
■ এ বছর লবণ আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে না

পৃষ্ঠা : ৫
■ মেধাসম্পদ : সুরক্ষা ও গুরুত্ব
■ ৩য় জাতীয় এসএমই মেলা

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাধাগ্রস্থ করতে ধর্মান্ধ মৌলবাদীগোষ্ঠী বিভিন্ন তৎপরতা ও অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৈশাখী মেলার মাধ্যমে জনগণ এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ উপস্থিত ছিলেন।

বৈশাখী মেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, শিল্প সচিব ও জনপ্রশাসন সচিব

'কারুরত্ন' ও 'কারুগৌরব' পুরস্কার প্রদান

হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়নে কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদান এবং তাদের কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে দেশের ৬ জন কারুশিল্পীকে বিসিক পহেলা বৈশাখে পুরস্কৃত করেছে। এ বছর মোট ৬টি বিষয়ে তাঁদের এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে 'কারুরত্ন' পুরস্কার এবং অন্য পাঁচজন দক্ষ কারুশিল্পী হিসেবে পেয়েছেন 'কারুগৌরব' পুরস্কার। প্রত্যেকে সনদপত্র ছাড়াও তাম্রখচিত ক্রেস্ট এবং যথাক্রমে ৫০ ও ৩০ হাজার টাকা পেয়েছেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে রাজনগর, মৌলভীবাজারের অরুণ চন্দ্র দাসকে 'কারুরত্ন' এবং দক্ষ কারুশিল্পী হিসেবে ১) মিসেস জিং চেওমাং বম, বান্দরবান ২) শংকর কুমার মালাকার, মাগুরা ৩) বিশ্বেশ্বর পাল, পটুয়াখালী ৪) মোহাম্মদ পলাশ, কুষ্টিয়া ও ৫) মোঃ জয়নাল আবেদীন, নারায়ণগঞ্জ-এর হাতে 'কারুগৌরব' পুরস্কার তুলে দেন।

কারুরত্ন ও কারুগৌরব পুরস্কার প্রদান করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

পৃষ্ঠা ঃ ৬
■ দক্ষিণ এশিয়ার নারী উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক তৈরী করবে এসএমই ফাউন্ডেশন

পৃষ্ঠা ঃ ৭
■ BANGLADESH ACCREDITATION BOARD JOURNEY TO INTERNATIONAL RECOGNITION

পৃষ্ঠা ঃ ৮
■ বিসিকের বৈশাখি মেলার প্রেক্ষাপট এবং ২০১৪ সালের মেলা

পৃষ্ঠা ঃ ৯
■ চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন

পৃষ্ঠা ঃ ১০
■ বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সৃজনশীলতা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

মনজুরুল্লাহ রহমান

এক

বাংলাদেশের প্রতিথযশা শিল্পী এসএম সুলতানের একটি বিখ্যাত ছবি-'আদি আবাদ'। এ ছবিতে শিল্পী এক বিশালদেহী বৃক্ষ লালনকারীকে উপস্থাপন করেছেন বিপুল সম্ভাবনার পরিবর্তনকারী হিসেবে। ছবির দৃশ্যপটে যেমন শক্তিমান আদি মানুষের অবয়ব আছে, তেমনি আছে দেব-দূতদের আশীর্বাদ ও পুষ্পবৃষ্টির কথা। আসলে এ ছবিতে সুলতান কি বলতে চেয়েছেন? আমার কাছে ছবিটির ব্যাখ্যা এই রকম-বৃক্ষ ও মানুষে কোন পার্থক্য নেই। বৃক্ষ ও মানুষ একই রকমের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনার উৎস। আজকের চারাগাছ যেমন একদিন পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হয়ে পুষ্পিত ঘ্রাণ উপহার দেয়, ধরণীকে শীতল করে, প্রাণীকূলের নিরাপদ আশ্রয় ও ফল সম্ভারে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি মানব শিশু ও তার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে, দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে রাখে কার্যকর ভূমিকা।

একটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার অনেক আগ থেকেই ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ মানব হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তার শরীরে শারীরিক সকল উপাদান বিকশিত হতে থাকে এবং এর জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সতর্ক ও আন্তরিক মনোযোগ। চিকিৎসকরা মনে করেন-একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর অনুকূল পরিবেশ পেলেই কেবল সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বিকশিত হয়। আর যেহেতু সে মানব শিশু, সেহেতু তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনকর্মের সকল উপাদান সমভাবে ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

দুই

আজকের বাংলাদেশ আর অতীতের এই প্রথিতু বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসও সে সত্য ও বাস্তবতাকে লালন ও ধারণ করে আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি থেকে শুরু করে অতীতে সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য আদি দ্রব্যাদি থেকে শুরু করে বর্তমান বাঙালির জীবনধারণের নানান অনুষঙ্গগুলো আমাদের সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের অবহেলার পাত্র বিপুল প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে লুকিয়ে আছে অপার সম্ভাবনা। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ করা উপকরণ তাদের হাতের স্পর্শে নতুন মাত্রা (Value) যোগ করে পরিণত হচ্ছে নতুন শিল্পে, সাধারণ বাঁশ হয়ে উঠছে মোহন বাঁশি। শরীরে কাঁটা জড়ানো বেত হয়ে উঠছে অভিজাত গৃহের আসবাব, কুমিল্লার খদ্দর সুতোর খদি, জামালপুরের নকশি কাঁথা, ঢাকার বেইলি রোড, ধানমন্ডি বা গুলশানের বাহারি দোকানে রুচি ও মূল্যবান অনন্য কারুপণ্যে আদৃত হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব সামগ্রিকে যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি-Traditional ও Modern তাহলে লক্ষ্য করব-যথাযথ পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ঐতিহ্যগত ঋদ্ধ এ সকল সামগ্রী এবং আধুনিক বাংলাদেশী পণ্য দেশ ও বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। অথচ এখনও আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। আমরা কি নিশ্চিত করে বলতে পারব-দেশের সকল জেলায় উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ লোকজ পণ্যটি ইচ্ছে করলে ঢাকায় বা জেলা শহরে কোন দোকান বা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারব?

অথচ এই এশিয়ায়, আমাদের খুব কাছের দেশ থাইল্যান্ড। খোদ ব্যাংকক শহরে অসংখ্য দোকান সাজিয়ে রাখা হয়েছে OTOP নামে। প্রধান ও প্রাদেশিক বিমানবন্দরগুলোতেও রয়েছে একই নামের স্টল। OTOP হচ্ছে ONE TAMBUN ONE PRODUCT. TAMBUN শব্দের অর্থ হল 'থানা' যা আমাদের উপজেলা নামে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটি থানার ভৌগলিক এলাকায় একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তা পৌঁছে যাচ্ছে সারা দেশে। যারা দিল্লির ভ্রমণ করেছেন তাদেরও স্মরণে পড়বে 'এ্যামপোরিয়াম' নামের বিশাল প্রাদেশিক ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোর কথা।

আমরা কি এমন কিছু করতে পারি না?

তিন

অনেক দেরিতে হলেও আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ নামে এক নতুন প্রত্যয়ে, নতুন প্রত্যাশার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছি। এই স্বপ্নের নাম নতুন, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা সুদীর্ঘকালের। শত বছরের কোটি বঞ্চনার যে কার্য-কারণ বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, অথচ স্বাধীনতা অর্জনের পরও বারংবার পিছিয়ে পড়েছি আমরা, স্পর্শ করতে পারিনি সাফল্যের শীর্ষবিন্দুকে। সেই অপ্রাপ্তিকে, প্রাপ্তিতে পরিণত করবার জন্য, সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে 'স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পর এই জাতি তার অতীতের সকল সাফল্য-ব্যর্থতাকে অনুভব করেছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ নামে রূপকল্প তৈরি করেছে। এই রূপকল্প তাকে সন্ধান দিয়েছে তার স্বপ্নের দেশের।' ১

২০২১ সাল। এ বছর উদযাপিত হবে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। সে বছর আমরা পেছনে ফিরে তাকাবো, পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ তাকানো, কতটা অর্জন আর ব্যর্থতা কতটুকু? সেই তাকানোতে সাফল্যের স্বপ্নটি যেন কাঙ্ক্ষিত মানের হয় সেজন্যই ২০২১ পর্যন্ত সময়টিকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের ভিন্ন নাম **ডিজিটাল বাংলাদেশ**। ডিজিটাল বাংলাদেশ-রূপকল্পটি এখনও সর্বসাধারণের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন-একি কেবলই কম্পিউটার নির্ভরতা? একি কেবলই উচ্চবিত্তের স্বপ্ন বিলাস? এখনই সময় সকল মানুষের কাছে বিষয়টি স্পষ্টতর করা। বলা প্রয়োজন-ডিজিটাল বাংলাদেশে পৌঁছাতে হলে বাহন হিসেবে সময়কে ধরতে হবে। কারণ-সময়েরও বাজার মূল্য আছে। অন্যদিকে-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহায়ক বন্ধু হিসেবে সঙ্গী করতে হবে। তাহলেই এগুতে পারব অনেকদূর। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল কথা-আমরা আমাদের মেধা শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই পরিপূর্ণভাবে। রোধ করতে চাই মেধা পাচার। মেধার বিকাশ ও লালনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তিসমূহ প্রগাঢ় কাজ করবে সহায়ক শক্তি হিসেবে, ক্যাটালিস্ট হিসেবে। কম্পিউটার ব্যক্তিত্ব মোস্তফা জব্বার এ স্বপ্ন যাত্রার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে-

'ক. তথ্যযুগ বা ডিজিটাল যুগ, যে নামেই তাকে আমরা ডাকি না কেন, কৃষি ও শিল্পযুগের পর মানব সভ্যতার জন্য চলমান ডিজিটাল বা তথ্যযুগের সার্বিক অংশিদার ও যোগ্য রূপান্তরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে এবং জনগণের মাঝে রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করাসহ সর্বপ্রকারের বৈষম্য দূর করবে ও দারিদ্র্য মুক্ত হবে।

খ. এই কর্মসূচি দেশের সকল মানুষের জন্য ডিজিটাল লাইফস্টাইল গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর জীবনধারা গড়ে তুলে পুরো জাতির জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে এটি বিশ্বময় গড়ে ওঠা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এটি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাপনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করবে।

গ. ডিজিটাল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। একাত্তরে এই জাতি যে স্বপ্ন নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিল সেই স্বপ্ন পূরণ করার পাশাপাশি ডিজিটাল যুগের বাস্তবতা অনুযায়ী দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। এই জনগোষ্ঠি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের সৈনিক।

ঘ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে সর্বপ্রকারের ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য করা ও এর সর্বোত্তম লাগসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঙ. ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রের সম্পদ ও সরকার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনসম্পদকে রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় শাসন, জনপ্রশাসন, সরকারি প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পসহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।

চ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকারের ধর্ম-নিরপেক্ষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ ও তাদের সর্বপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদন ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ডিজিটাল যুগের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নাগরিকদেরকে শিক্ষিত করা ও এই যুগের আলো নিকৃতির বিকাশ ঘটিয়ে মন্দ দিকটিকে প্রতিরোধ করা।

জ. বাংলাদেশের ডিজিটাল যুগের অন্যতম লক্ষ্য হলো, অধিকতর মেধাসম্পদ তৈরি, সংরক্ষণ ও বিকাশ করা' ।২

চার

ডিজিটাল বাংলাদেশ শীর্ষক স্বপ্নযাত্রার মূল চালিকাশক্তি যেহেতু মেধা, মেধাসম্পদের সৃষ্টি, বিকাশ ও সুরক্ষা সেহেতু মেধাসম্পদের ব্যবস্থাপনা বিষয়েও আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। অন্যের সম্পদ ধার করে বা চুরি করে কখনোই মর্যাদাবান হওয়া যায় না। মেধাসম্পদের যতগুলো শাখা-সাহিত্য, শিল্পকর্ম, স্থাপত্যকর্ম, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার সফটওয়্যার, বেতার-টেলিভিশন সম্প্রচারকর্ম থেকে শুরু করে IP (Intellectual Property) বলতে যত ধরনের সৃজনশীলকর্ম আছে তার প্রায় সবকিছুই আজ তস্কর ও প্রতারকদের হাতে বন্দী। দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানির এজেন্টরা সুকৌশলে অসচেতন জনগণের পকেট হাতিয়ে আমাদের কণ্ঠরোধ করছে। পাইরেসিতে ডুবে আছে দেশ। কোনটি আসল আর কোনটি নকল বোঝার ক্ষমতাও নেই ক্রেতা সাধারণের, চোরাই মাল কেনার জন্য কেবলই সস্তার দিকে ছুটছি আমরা। আর কতকাল ছুটো-উটপাখির মতন? অভিজ্ঞতায় বলে-অনেক শিক্ষিত সচেতন মানুষও উদাসীন পাইরেসি বিষয়ে। চৌর্যবৃত্তির অপবাদ থেকে বেড়িয়ে এসে নিজেদের বিকাশের প্রয়োজনে বর্জন করা জরুরী হয়ে পড়েছে পাইরেসি বাজার।

পাঁচ

অনেকদিন পরে হলেও আমরা লক্ষ্যটা নতুন করে স্থির করেছি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন-এ কেবলই স্বপ্ন, অর্জন কি সহজ? বলতে চাই অবশ্যই! যারা একদিন আমাদের পেছনে ছিলো তারাও এগিয়েছে আজ অনেকদূর। ইতিবাচক দৃষ্টিতে চোখ খুললেই দেখব উদাহরণের অভাব নেই খোদ এশিয়াতেই। ২০১০ এর জুলাই থেকে LDC ভুক্ত দেশের তালিকা থেকে বেড়িয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায়। আজ আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছি, ২০২১-এ তাঁদের অনেকেই হয়তো থাকব না। থাকবেন-আমাদের মেধাবী সন্তানেরা, তাঁদের সন্তানেরা এবং তাঁদের সন্তানেরা! সেদিন তাঁরা যেন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের মর্যাদাবান মনে করেন। আমাদের আজকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে যেন ক্ষোভ বা হতাশা প্রকাশ না করেন। জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে যে স্বপ্নযাত্রায় অংশগ্রহণের ডাক দিয়েছেন, আসুন সেই তরণীর সক্রিয় সহযাত্রী হই।

সেজন্য বলতে চাই-লক্ষ্য থেকে আর যেতে চাই না দূরে। হতাশার চোরাবালি পেছনে ফেলে সবাই মিলে যেতে চাই অনেকদূর, কেবলই সামনের দিকে, নিজের অবস্থানে দৃঢ় থেকে দায়িত্বটুকু যথাযথ পালন করে স্পর্শ করতে চাই-

সৃজনশীল বাংলাদেশ,
ডিজিটাল বাংলাদেশ, আর-
মেধাবী বাংলাদেশের
জল-মাটি-কাদাকে!
আসুন এগিয়ে যাই ....

তথ্যনির্দেশ ঃ
১. মোস্তফা জব্বার, ডিজিটাল বাংলাদেশ, বিজয় ডিজিটাল, ১৮৮, মতিঝিল সার্কুলার রোড, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় প্রকাশ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ৯।
২. মোস্তফা জব্বার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

লেখক ঃ কপিরাইট বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ

এ বছর লবণ আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে না

এ বছর বিদেশ থেকে লবণ আমদানির কোনো অনুমতি দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, দেশের চাষিদের উৎপাদিত লবণের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে লবণ চাষিরা উপকৃত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিসিক এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড্ নিউট্রেশন (গেইন) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী একথা জানান। রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে গত ২১ মে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। বিসিক চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিকের সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের পরিচালক আবু তাহের খান। এতে পৃথকভাবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবি'র পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ ও গেইন-এর ব্যবস্থাপক রিজোয়ান ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ কবরাদ উদ্দিন, বিসিক পরিচালক পণ্ডিত পবন বৈদ্য, গেইনের বাংলাদেশ কান্ট্রি ব্যবস্থাপক বসন্ত কুমার কর আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, আয়োডিনের ঘাটতির ফলে জনগণের গলগণ্ড, বামনত্ব, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্বসহ নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ ব্যবহার করে এসব শারীরিক সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। বিসিক গৃহিত সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের ফলে দেশে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ বালাই কমে আসছে। ১৯৯৩ সালে দেশে আয়োডিন ঘাটতিজনিত মানুষের পরিমাণ শতকরা ৬৯ ভাগ হলেও বর্তমানে তা অর্ধেকেরও নীচে নেমে এসেছে বলে তারা উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দক্ষ ও মেধাবী জনসম্পদ প্রয়োজন। জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে বর্তমান সরকার সৃজনশীল ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শতভাগ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এটি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হলেও এ উদ্যোগ সফল করতে তিনি সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসার আহবান জানান। উল্লেখ্য, চলতি বছর দেশে ১৭ লাখ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। এটি লবণ উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড। বর্তমানে দেশে লবণের চাহিদা ১৫ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। ২০১২-২০১৩ মৌসুমে লবণ উৎপাদন হয়েছিল ১৬ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত শতকরা ৫৮ ভাগ ভোজ্য লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ হচ্ছে। আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করছে শতকরা ৮৪ ভাগ পরিবার।

মেধাসম্পদ ঃ সুরক্ষা ও গুরুত্ব

জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী

মেধাসম্পদ হচ্ছে মানুষের ভাবনা, চিন্তা বা ধারণা থেকে সৃষ্ট সম্পদ। এটা তার সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল। এর দুটো ভাগ ঃ ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি, ২। কপিরাইট

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টির মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, ট্রেডমার্ক ও ভৌগোলিক নির্দেশক Geograpical Indication (GI)। কপিরাইট এর মধ্যে রয়েছে লিখিত, প্রদর্শিত ও ধারণকৃত সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের বিরাট পরিমন্ডল।

আমাদের দেশে Industrial Property Right Protection এর দায়িত্বে আছে শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং Copyright Protection এর দায়িত্ব পালন করে কপিরাইট অফিস যেটা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি সুরক্ষার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে ঃ

১। **পেটেন্ট** ঃ পেটেন্ট এর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবন বা উন্নয়িত বস্তুর নতুন কোন উন্নয়নকে সুরক্ষা প্রদান করা হয় এবং এর মালিককে এটা ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। শুধু সুরক্ষাই নয় এটা উদ্ভাবকের স্বীকৃতি প্রদান, বস্তুগত পুরস্কার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। তাকে নতুন উদ্ভাবনে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং বিশ্বে কারিগরি জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

২। **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** ঃ এটি হল বস্তুর আলংকারিক বা নান্দনিক দিক। বলা যায় এটা পণ্যের বাহ্যিক রূপ। এটা বস্তু বা পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে আর এভাবে পণ্যটির বাণিজ্যিক মূল্য সৃষ্টি করে। নিবন্ধনের মাধ্যমে ডিজাইনের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। এর ফলে মালিক ঐ ডিজাইনের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে।

৩। **ট্রেডমার্ক** ঃ ট্রেডমার্ক হচ্ছে কোন পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রতীক চিহ্ন বা প্রতীক যা একইরকম অন্য কোন পণ্য বা সেবা থেকে এটাকে পৃথক করে। নিবন্ধনের মাধ্যমে ট্রেডমার্কের সুরক্ষা দেয়া হয়।

৪। **GI** ঃ ভৌগোলিক উৎসের কারণে যে সব পণ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে সে সব ক্ষেত্রে উৎস সম্পর্কিত ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যবহৃত হয়। ভৌগোলিক অঞ্চলের নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রায়শঃ একটি বিশেষ মান বা বৈশিষ্ট্যমূলক সুনাম থাকে। জাতীয় আইনের নির্দেশনা অনুসারে এ সব পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা দেয়া হয়।

মেধাসম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

মেধাসম্পদ সুরক্ষা না করলে যা হতে পারে ঃ

১। **Theft/চুরি** ঃ নকল বা চুরি নৈতিকতা বিরোধী কাজ। কিন্তু বাস্তব জগতে তা ঘটছে। আপনি যদি আপনার মেধাসম্পদের সুরক্ষা না নেন, তাহলে অন্য কেউ তা নকল করে বা চুরি করে তার নিজের কাজে লাগাতে পারে।

২। **Loss of Reputation (সম্মানহানী)** ঃ আপনার মেধাসম্পদ সুরক্ষিত না হলে এমনও হতে পারে কোন না কোনভাবে আপনি প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অধিকন্তু আপনার সম্পদ যদি অবৈধ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় আপনার পক্ষে এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে যে এর সাথে আপনি জড়িত নন। অনেক Brilliant কাজ বা তত্ত্বও এভাবে অসম্মানজনক কাজে পরিণত হয়েছে।

৩। **Loss of Income (ব্যবসায়িক ক্ষতি)** ঃ আপনার সম্পদ অন্যে ব্যবহার করা মানেই আপনার আয়ের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়া। আপনার আবিষ্কার বা আপনার উদ্ভাবিত কোন ডিজাইন/ট্রেডমার্ক/রচনার আয়ের অংশবিশেষ বা পুরোটাতেই সে ভাগ বসালো। তা'ছাড়া সে যদি আপনার সম্পদের ভালো বাজার সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তো সেই হয়ে যাবে ঐ সম্পদের মূল উৎস এবং বড় উপার্জনকারী। অধিকন্তু আপনার ব্র্যান্ড হয়ে যাবে সহজলভ্য। যে পণ্যের জন্য ক্রেতাদের শুধুমাত্র আপনার কাছে আসতে হতো- এখন সেখানে তাদের জন্য বিকল্প পথও খোলা থাকলো।

৪। **Asset is devalued (মূল্যমান হ্রাস)** ঃ আপনার সম্পদ যদি চুরি/নকল হয়, তবে বাজারে তার সরবরাহ বেড়ে যাবে। এতে আপনার সম্পদের মূল্যমান হ্রাস পাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মেধাসম্পদের স্বত্ব সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার মেধাসম্পদ সুরক্ষা ও সৃষ্টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কারণ মেধাসম্পদের সঠিক সুরক্ষা না হলে উদ্ভাবকগণও মেধাসম্পদ সৃষ্টিতে আগ্রহী হবেন না। বর্তমানে আমাদের দেশে মেধাসম্পদ সৃজনের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক এর জন্য আবেদন সংখ্যা দেখলে দেখা যায় সবচেয়ে কম সংখ্যক আবেদন File হয় পেটেন্টের জন্য। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই বিদেশের। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক File হয় ট্রেডমার্ক এবং এরপরে আসে ডিজাইন এর। ট্রেডমার্কেরও বেশির ভাগ আবেদন বিদেশী কোম্পানীর। অর্থাৎ আমাদের মেধাসম্পদ সৃষ্টির হার অত্যন্ত কম।

মেধাসম্পদ সৃষ্টির জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে গবেষণার সুযোগ। এ সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যবসায়ীগণ বিশেষ করে যারা শিল্পের মালিক তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ইউনিট সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে গবেষণার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। গবেষণা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা কার্যকরী সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

লেখক ঃ রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

৩য় জাতীয় এসএমই মেলা

গত ০৪ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তৃতীয় জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৪ এর উদ্বোধন করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত পাঁচ দিন ব্যাপী এ মেলা উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু । এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ ইনসানুল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। এতে মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেখানে ধারাবাহিকভাবে নেতিবাচক, সেখানে অব্যাহতভাবে ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।

এসএমই মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প সচিব

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনসহ বিশ্বের অনেক খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও আর্থিক বিশ্লেষক বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পখাতে শ্রমের অবদান প্রতিবছর শতকরা ৩ দশমিক ১৭ হারে বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, আলোকিত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ পূরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তারাই হচ্ছে করিক্ষাত এ লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিল্পায়নের জন্য তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও কৌশল কাজে লাগাতে হবে। তিনি এ লক্ষ্যে উদ্যোক্তাবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের প্রতি পরামর্শ দেন। এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সরকারের পড়া থেকে সম্ভব সবধরণের সহায়তা দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের মোট ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি লোক বেকার। তাদের জন্য সরকারিভাবে চাকুরির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে বেকার জনগোষ্ঠিকে শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ রয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা বলেন, উৎপাদিত এসএমই পণ্য বাজারজাতকরণ বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে একটি অন্যতম সমস্যা। এর সমাধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন একটি কার্যকর উদ্যোগ। তারা পণ্য বিপণনের জন্য ম্যাচ-মেকিং (Match-making) কর্মসূচি আয়োজন, তথ্য সেবা প্রদান, ই-ক্যাটালগ ও ওয়েবসাইট নির্মাণে সহায়তাপ্রদানসহ এসএমইখাতে বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী কর্মসূচিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর তাগিদ দেন। ইতোমধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে উদ্যোক্তাদের জন্য ৫শ' ওয়েবসাইট নির্মাণ ও ই-ক্যাটালগ তৈরি করা হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

মেলায় দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আগত দেড়শ' জন উদ্যোক্তা স্টল দিয়েছেন। এসব স্টলে পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশন ওয়্যার, হস্তশিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, গৃহস্থালী দ্রব্য, প্লাস্টিক ও সিনথেটিকস, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যসহ এসএমইখাতে উৎপাদিত অন্যান্য দেশিয় পণ্য প্রদর্শন

দক্ষিণ এশিয়ার নারী উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক তৈরি করবে এসএমই ফাউন্ডেশন

পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের এর সহযোগিতায় দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার নারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল গত ০৩ এপ্রিল ২০১৪ এসএমই ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন। এসময় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ ইহসানুল করিম দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক তৈরিতে ফাউন্ডেশন পাশে থাকবে বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন। পরিদর্শনকালে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, নেপাল ও শ্রীলংকার প্রায় ৩০ জন নারী উদ্যোক্তা ছাড়াও ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও এশিয়া ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিজ নিজ দেশের কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ড. সৈয়দ ইহসানুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য ও বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি এর সভাপতি লুনা শামসুন্নাহা, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক এসএম শাহীন আনোয়ার এবং ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উইং এর প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

এসএমই ফাউন্ডেশন পরিদর্শনরত দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা

BANGLADESH ACCREDITATION BOARD JOURNEY TO INTERNATIONAL RECOGNITION

J.E.J. (Ned) Gravel

Under the oversight of the Ministry of Industries, the Bangladesh Accreditation Board (BAB) has received Full Membership Status from the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC). It has now applied for Signatory Status from APLAC and in the six months following this application, BAB will receive a team of evaluators from the signatory bodies of other APLAC member nations to conduct a thorough peer evaluation of the conformance of the BAB accreditation programs to international requirements.

BAB has been accrediting laboratories since 2012 and still it is learning new things. This is true of all accreditation bodies. The exhaustive internal audits and mock (training) evaluations that BAB has undergone have highlighted many areas that still require work. However, BAB will be ready for its APLAC evaluation.

Over the last four years, BAB has established a reputation within Bangladesh for integrity and good governance. Its accreditation program is still young, but the people who manage and deliver accreditations are competent and striving for only the best. Sometimes circumstances impede them, but they are hard workers.

The structure of BAB, its people, its management system, its delivery of accreditations and its support to the National Quality Policy, are all subjects that our international partners within APLAC will wish to see. They will establish, during the evaluation, that the laboratories accredited by BAB are indeed competent for the scopes of their accreditation and that the staff of BAB and the assessors are competent in their delivery of assessments. The evaluation will also establish that the people who make the decisions regarding accreditation are trained and have agreed to implement the international requirements.

This will be the culmination of a journey for Bangladesh that started ten years ago, even before the 2006 Bangladesh Accreditation Act was passed into law. The aim of this process has always been to allow Bangladesh to meet export requirements regarding testing, inspection and certification of locally manufactured goods without the need for this work to be done again on entry into the importer markets. Made in Bangladesh - one standard - one test - accepted everywhere.

The appointment of the APLAC Lead Evaluator and the evaluation team will be confirmed in Guadalajara, Mexico at the 2014 APLAC General Assembly and Technical Meetings during the week of 22 June 2014.

The evaluation team will probably have three or four evaluators and the evaluation will be conducted in the Fall or early Winter of 2014 and will take a week to complete.

Today, we are in the final stages of this journey. Working hard during this time, ensuring records reflect competence and qualification, ensuring processes reflect international practice, and maintaining the system that supports our work - these are the hallmarks of a successful accreditation body preparing for a successful evaluation. If all goes well, BAB will be able to sign the APLAC MRA as a full peer accreditation body in either January or June of 2015, depending on when an APLAC evaluation team can come to Bangladesh this year.

Author: Ned Gravel is an APLAC Lead Evaluator from Canada and the trainer of APLAC evaluators. He is one of the authors of ISO/IEC 17025 and spent ten years as the quality manager of an APLAC/ILAC Signatory Accreditation body in Canada. Today he works for UNIDO in Bangladesh to help the Government of the People's Republic of Bangladesh (Ministry of Industries) implement the international recognition requirements that will allow BAB to attain Signatory status in APLAC and ILAC.

ওয়ানস্টপ সার্ভিস

বিএসটিআই ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে উৎপাদিত/ আমদানিকৃত/ বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, গুণগতমান সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম একই স্থান থেকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিসিকের বৈশাখী মেলার প্রেক্ষাপট এবং ২০১৪ সালের মেলা

শ্যামসুন্দর সিকদার

প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ হতে দশ দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করে বিসিক। এ মেলায় বৈশাখী আমেজ এবং হস্তশিল্পের নানারকম বৈচিত্র্য থাকে। এজন্য বৈশাখী মেলার চাইতে বিসিকের মেলায় একটু ভিন্নমাত্রা রয়েছে।

বাংলাদেশে বহুকাল আগ থেকেই বৈশাখী মেলা হয়। সেটা শহর এলাকা কিংবা গ্রাম এলাকা সর্বত্রই দেখা যায়। এ সময় সকল মানুষের মধ্যেই উৎসবের আমেজ থাকে। তবে গ্রামগঞ্জের মানুষই সে উৎসবটা বেশি উপভোগ করতো বলে আগে মনে হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পরে শহর এলাকায় এ উৎসবের উদযাপনে আধুনিকতা ও নতুনমাত্রা যোগ হয়েছে। বর্ণাঢ্য আয়োজনে পহেলা বৈশাখে ঢাকাসহ দেশের ছোট-বড় সকল শহরই রঙিন সাজে সজ্জিত হয় এবং রাজপথ হয় মুখরিত।

ছোটবেলায় দেখতাম, গ্রামে-গঞ্জের হিন্দু ব্যবসায়ীরা বছরের প্রথম দিনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে ছোট কলাগাছ পুঁতে মঙ্গলঘট স্থাপন করতেন। এ মঙ্গলঘটে সিঁদুরের কৌটা এবং ধান দূর্বার সম্মিলন থাকতো ধন-দেবীর প্রতীক হিসেবে। আর ব্যবসার উন্নতির জন্য কেউ কেউ গণেশ দেবতার পূজাও করতেন। এ সকল প্রতীকী মাঙ্গলিক আয়োজনের পাশাপাশি ছিল হালখাতার আয়োজন। হালখাতা মানে খরিদ্দারগণকে এদিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান/দোকানে আমন্ত্রণ জানানো হতো। তারা এসে ব্যবসায়ীকে কিছু অর্থ জমা দিতেন (বকেয়া পাওনা বাবদ কিংবা অগ্রিম) এবং মিষ্টিমুখ করে বাড়ি ফিরে যেতেন খরিদ্দার। আর ব্যবসায়ীগণ নতুন খাতায় এ লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এক চমৎকার সম্পর্ক তৈরির অনুষ্ঠান হলো এ হালখাতা। হিন্দু ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীগণ মঙ্গলঘট স্থাপন কিংবা পূজা-পার্বণ বাদে হালখাতা অনুষ্ঠান ঠিকই করতেন। এখনও হালখাতার প্রচলন অনেক জায়গায় আছে। বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখের উৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের। পাহাড়ি জনগণও বৈসাবি, বা বিজু উৎসব কিংবা অন্যকোন নামে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ উৎসব পালন করে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের উৎসব হলো পহেলা বৈশাখের উৎসব। এ উৎসবের দিনে বাংলাদেশের মানুষ নতুন কাপড় চোপড় পরিধান করে এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রথা অনুযায়ী খাবার তৈরি করে আনন্দের সঙ্গে সকলে মিলে খায়। পূর্বে কোন কোন এলাকায় কৃষকেরা বিশেষভাবে তৈরি পান্তা খেয়ে মওসুমের প্রথম কর্ষণ শুরু করতো। তাদের মধ্যে 'লোক বিশ্বাস' ছিল বছরের প্রথম দিনে কর্ষণ করলে ফসল ভাল হয়। এমন বিশ্বাস হতেই পহেলা বৈশাখে পান্তা খাওয়ার প্রচলন হয় বলে অনেকের ধারণা। তবে পান্তার সাথে ইলিশ মাছের সংযোজন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিত্তবানদের জন্য বছরের এ বিশেষ দিনে সৌখিন খাবার বলেই জনপ্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু পহেলা বৈশাখে সকলেই সাধ্যমতো অন্যান্য উন্নতমানের খাবারের আয়োজনও করে থাকে।

২০১০ সালের পূর্বে এ উৎসবটি পালিত হয়ে আসছিল স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কিংবা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যক্তি/সংগঠনের আয়োজনে। এতে সরকারি কোন স্বীকৃতি ছিল না। অর্থাৎ সরকারিভাবে কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না। ২০১০ সালে প্রথম বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পহেলা বৈশাখের উৎসবকে জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকল জেলা, উপজেলাসহ বিভিন্ন সংগঠনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এখন প্রতিবছর এ ধারা অব্যাহত আছে।

ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানট স্ব-উদ্যোগে প্রতিবছর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করেছিল স্বাধীনতার আগে হতেই। স্বাধীনতার পর নব উদ্যোগে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটসহ বহু সংগঠন/সংস্থা পহেলা বৈশাখের আয়োজনে বর্ণাঢ্য ও ব্যতিক্রম অবদান রাখছে। ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠিসহ অনেক সংগীত সংগঠনই এ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠান রমনা বটমূল, সোহরাওয়ার্দি উদ্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খুব জাঁকজমক করে অনুষ্ঠিত হয়।

আসলে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করেই আর একটি বাড়তি আয়োজন হলো মেলার অনুষ্ঠান। বাঙালি কৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটে এ বৈশাখী মেলায়। কুমারের তৈরি নানা রঙের হাঁড়িপাতিল, কামারের তৈরি লোহার দা, বঁটি, খন্তা, কোদাল ইত্যাদি, কাঁসারুর তৈরি কাঁসা-পিতলের নানা রকম তৈজসপত্র, ঘোষদের তৈরী মিষ্টি, দই, জিলাপি এবং কাঠমিস্ত্রিদের কাঠের নানা জিনিসপত্রসহ বহু পণ্যের পসরা সাজানো থাকে এ মেলায়। এছাড়া বাঁশের বাঁশি, বেলুন, ঢোল, নানারকম খেলনা, তালের পাখা, শোলার কারুপণ্য, কাগজের ফুল ও মালা, নারকেল নাড়ু, তিলের খাজা, বাতাসা, নকুল, কদমা, মুরালী ভাজা, খই মুড়ি, চিড়ার মোয়া ইত্যাদি রকমারি গ্রামীণ খাবারও মেলাতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন হস্তশিল্পের অনেক পণ্যই বৈশাখি মেলায় কেনা-বেচা হয়। পাশাপাশি কোন কোন মেলায় থাকে নাগরদোলা, বাইস্কোপ কিংবা পুতুলনাচ। কোথাও কোথাও থাকে লাঠি-খেলা, বলিখেলা(কুস্তি) কিংবা নৌকা বাইচ। আবার ষাঁড়ের লড়াই কিংবা মুরগির লড়াইও জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়। এ ছাড়া চরকি খেলাও থাকে, অবশ্য সেটা চৈত্র সংক্রান্তির দিনে হিন্দুদের শিবপূজা শেষে পূজা পর্বেরই একটি অংশ।

বিসিক মূলত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের পোষক প্রতিষ্ঠান। কাজেই বৈশাখী মেলায় যে সকল কুটির শিল্প তথা হস্তশিল্প পণ্য বেচা-কেনা হয়, সেগুলোর উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা এবং বিপণনে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য বিসিকের একটি দায়িত্ব রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঢাকাই মসলিন কাপড় ছিল এক কালে বিশ্ব বিখ্যাত। এখন আর মসলিন কাপড় তৈরি হয় না। তবে মসলিনের পরিবর্তিত সংস্করণ হলো জামদানি। অর্থাৎ জামদানি হলো বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মসলিনের উত্তরসূরি।

বিসিক নারায়ণগঞ্জের তারাবো ইউনিয়নে জামদানি শিল্প নগরী স্থাপন করেছে। এ জামদানিও এখন আমাদের অহংকারের একটি বিষয়। কারণ ইউনেস্কো সম্প্রতি বাংলাদেশের জামদানি কাপড়কে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে এর প্যাটেন্ট ডিজাইন বাংলাদেশের মর্মে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১২ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে এই জামদানির ওপর একটি প্রস্তাব বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাখিল করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার কুটির শিল্প রয়েছে। কিন্তু তাদের সকলের নিবন্ধন বিসিকে নেই। সমুদয় কুটির শিল্পের মাত্র ৩৫% নিবন্ধিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিসিকে নিবন্ধন থাকলে ঐ উদ্যোক্তাগণ বিসিকের পরিচালিত প্রশিক্ষণ নিতে পারে, ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ পেতে পারে এবং প্রচলিত বিধি বিধানে কিছু ব্যবসায়িক সুবিধা পেতে পারে। তাছাড়া বিসিকের আয়োজিত মেলায় বিপণন সুবিধা সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

বিসিকের মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, দেশে ১ লক্ষ ৭ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ইউনিট আছে। কিন্তু বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে প্লট নিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছে মাত্র সাড়ে সাত হাজার উদ্যোক্তা। অন্যদিকে কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণ অর্থাভাবে বিসিকের প্লট নেয়ার সুযোগ পায়নি। কাজেই দরিদ্র কিংবা স্বল্প পুঁজির কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের করণীয় সুযোগ থাকে সীমিত। এজন্য বিসিক কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে কিছু মেলার আয়োজন করে তাদের বিপণনে কিছুটা হলেও সহায়তা দিয়ে থাকে।

ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের এ ধরণের বিপণন সুবিধা প্রদানের অংশ হিসেবে বৈশাখী মেলার আয়োজনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। বাংলা একাডেমির সাথে যৌথ উদ্যোগে বিসিক সে মেলার আয়োজন একাডেমি চত্বরেই করেছিল। কয়েক বছর এ মেলার আয়োজন অব্যাহত ছিল। মাঝখানে কয়েক বছর তা বন্ধ ছিল। আবার মাঝে বিসিক এককভাবেই বাংলা একাডেমির চত্বরে মেলা না করে ঢাকার অন্যান্য জেলুতে বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠান করেছে।

অবশেষে পুনরায় বিগত ৪/৫ বছর যাবৎ বাংলা একাডেমি চত্বরে যৌথভাবে মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের মেলাটি একটু ব্যতিক্রম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পন্ন হয়েছে। সেটা হলো, বাঙালি সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এবারের প্রতিদিনকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল বিষয় ভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান এবং প্রতিদিনের সংগীত বিষয়ে একজন করে বিশিষ্ট আলোচকের আলোচনার সংযোজন। এ আলোচনায় প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও সেলিনা হোসেন গণ সংগীত ও দেশের গানের ওপর, বিশিষ্ট লালন গবেষক অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী লোকজ সংগীতের ওপর, বিশিষ্ট শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা রবীন্দ্র সংগীতের ওপর, শিল্পী সুজিত মোস্তফা নজরুল সংগীতের ওপর চমৎকার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিল্পীদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর নৃত্য-পরিবেশন দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রতিদিনই দেশের প্রখ্যাত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেছেন।

বৈশাখী মেলার সমাপনী দিবসে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

এবারের মেলায় আরো নতুন সংযোজন হলো কারুশিল্পীদের পুরস্কার প্রদান। এ বছর একজনকে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার এবং পাঁচজনকে দক্ষ কারুশিল্পী পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারের অর্থ ছিল যথাক্রমে ৫০ হাজার টাকা ও ৩০ হাজার টাকা। আর্থিক পুরস্কার ছাড়াও প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এখন হতে প্রতি বছর বিসিক হতে কারুশিল্পী পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত বিসিক কর্তৃপক্ষ নিয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবহেলিত মেধাবি কারুশিল্পীদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদানের জন্যই এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেছেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রঞ্জিৎ কুমার বিশ্বাস এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও শিল্প সচিব জনাব মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ। মেলায় বিভিন্ন কারুপণ্য ও হস্তশিল্পের ১২০ টি স্টলে উদ্যোক্তাগণ তাদের তৈরীকৃত পণ্য প্রদর্শন ও বেচাকেনা করেছেন। খুবই আকর্ষণীয় ছিল কাঠের কারুকাজের কিছু প্রতিকৃতি ও সাজ সজ্জার সামগ্রী। শোলার কারুপণ্য, নারকেলের মালার ও অন্যান্য কাঁচামালের তৈরী ভিন্ন দৃষ্টিনন্দন গৃহ সাজসজ্জার সামগ্রী,বাঁশ বেতের তৈরী জিনিসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, (বাঁশি, একতারা-দোতারা ইত্যাদি),

নকশী কাঁথা এবং পোষাক সামগ্রী, বুটিকের সামগ্রী, জামদানী শাড়ি ইত্যাদিসহ অন্যান্য কুটির শিল্পের পণ্য। এ সকল পণ্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। মেলায় পুতুল নাচ ও নাগরদোলা এবং বাইস্কোপ ছিল বাড়তি সংযোজন। সমগ্র মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিসিকের কর্মকান্ড-র কিছুটা প্রচার ও প্রতিফলন ঘটেছে এবং উদ্যোক্তাগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়েছে। সর্বোপরি তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বেচা কেনার মধ্য দিয়ে লাভবান হয়েছে। এ মেলার আয়োজনে বেসিক ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া পুলিশ, র‌্যাব, আনসার বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থাও সহযোগিতা দিয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছে বিধায় সকলের প্রতি বিসিক কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

লেখক : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন

২০১৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে সব ট্যানারি স্থানান্তরের কাজ শেষ করতে ট্যানারী মালিকরা সম্মত হয়েছেন। এপ্রিল থেকেই বিসিক শিল্পনগরীতে পরিবেশবান্ধব চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। গত ২২ মে সাভারে বাস্তবায়নাধীন চামড়া শিল্পনগরীর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ট্যানারি স্থানান্তর কার্যক্রম পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংকালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ কথা জানান। এ সময় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলামসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিসিকের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের কেন্দ্রিয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণের কাজ মার্চ ২০১৫ এর মধ্যে শেষ হবে। নির্ধারিত সময়ে চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন শিল্পমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বলেন, পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরী বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করবে। উল্লেখ্য, ২০০ একর জমিতে বিসিক চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ শিল্প নগরীতে বিভিন্ন পরিমাপের মোট ২০৫টি প্লটে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে।

বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক ড. এন. এম. গোলাম জাকারিয়া , ড. মো: মশিউর রহমান

জাহাজভাঙ্গা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের ইস্পাত নির্মাণ শিল্পে, অভ্যন্তরীণ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে, হালকা ও ভারী শিল্পে জাহাজভাঙ্গা শিল্প অবদান রেখে চলেছে। সেই সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এই শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজে শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সেই সাথে এই শিল্পের পরিবেশ বিনষ্টকারী প্রভাবের কারণে অনেক সময় এই শিল্প সম্পর্কে মানুষের মনে নেতিবাচক মনোভাব তৈরী হয়।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প মূলত শ্রমঘন শিল্প। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোই জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সাথে জড়িত। পৃথিবীর ৯০% জাহাজ ভাঙ্গার কাজ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও চীন করে থাকে। এর মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান গত তিনদশকের বেশী সময় ধরে এ শিল্পে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। যদিও পূর্বে শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই জাহাজভাঙ্গার কাজ চলত, কিন্তু এ শিল্পের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে উন্নত দেশ থেকে অবস্থান পরিবর্তন করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বর্তমানে অবস্থান নিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO) ২০০৩ সাল থেকে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। The Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships তাদের মধ্যে অন্যতম। Hong Kong International Convention সংক্ষেপে HKC ২০০৯ সালের মে মাসে গ্রহণ করা হয়, ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর হতে অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণের ২৪ মাস পর এটি কার্যকরী হওয়ার কথা। HKC বাণিজ্যিক জাহাজ, যাদের G.T. ৫০০ এর উপর, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেই সাথে সকল জাহাজভাঙ্গা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া European Commission (EC) ২০১৩ সালের শেষের দিকে European Regulations on Ship Recycling কার্যকর করতে যাচ্ছে। এই নীতিমালা সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাহাজভাঙ্গা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন। ফলে ভবিষ্যতে যেসব জাহাজভাঙ্গা শিল্প প্রতিষ্ঠান সঠিক মানদণ্ড বজায় রেখে কাজ করতে পারবেনা সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বলাবাহুল্য, Hong Kong International Convention পুরোদমে চালু হয়ে গেলে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। যদিও বাংলাদেশী জাহাজভাঙ্গা শিল্পের উদ্যোক্তারা সাধারণত অন্যান্য দেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী দামেই জাহাজ ক্রয় করে নিয়ে আসেন, কিন্তু HKC চালু হয়ে গেলে আমাদের দেশের উদ্যোক্তারা তাদের ইয়ার্ডের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া বহির্বিশ্ব থেকে জাহাজ ক্রয় করতে পারবেনা ।

যে কোন মালিক তাদের জাহাজ কোন ইয়ার্ডে পাঠানোর আগে নিশ্চিত হতে চাইবে যেন সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ পুরোপুরি অনুসরণ করেই জাহাজভাঙ্গার কাজটি করে অর্থাৎ ইয়ার্ডের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের দরকার হবে। অবশ্য Ship Breaking and Ship Recycling Rule ২০১১ কার্যকরী হবার পর, বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। এ ছাড়াও বর্তমানে Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্প নিয়ে কাজ করছে। একই সাথে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং চীনের প্রতি। কারণ এই শিল্পে টিকে থাকতে হলে , আমাদেরকে পরিবেশের সুরক্ষা এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম মানদণ্ড অর্জন করতেই হবে। এছাড়া যে নীতিমালা ভবিষ্যতে আসবে সেগুলো মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের উপর গবেষণা করে আসছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে সরকারি নীতিনির্ধারকসহ এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। সম্প্রতি Class NK ভারতের গুজরাটে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের Inventory of Hazardous Materials (IHM) এর উপর একটি বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল। নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগের দুইজন শিক্ষক সেই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) এর আওতায় নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগের আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত সাব-প্রজেক্ট (CP-2083) এই কর্মশালার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। জার্মানী এবং জাপানের দুই জন IHM বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জাহাজভাঙ্গা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল দিক সম্পর্কে বিশদভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই সাথে Class NK বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জাহাজভাঙ্গা শিল্প Alang Ship Breaking Yard এ পরিদর্শনের আয়োজন করেছিল।

Alang এ অবস্থিত Breaking Yard পরিদর্শন করার পর আমাদের ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের মালিকেরা HKC সহ অনেক বিষয় নিয়ে খুবই সচেতন এবং তাদের এই শিল্প যেনো ভবিষ্যতের কোন নীতিমালা দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে Class NK Alang এ অবস্থিত প্রায় অর্ধডজন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে তাদের ইয়ার্ডগুলি প্রয়োজনীয় অনুমোদন পায়। জাপান থেকে নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞরা এইসব শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করছেন এবং জাহাজভাঙ্গা সংশ্লিষ্ট সকল কাজের তদারকি করছেন। Class NK কোনো একটি নির্দিষ্ট শিপইয়ার্ডের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পর মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেয়। যদি একটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সমস্ত আবশ্যক নীতিমালা মেনে চলার সক্ষমতা অর্জন করে তাহলে তাদেরকে HKC complied ship Breaking yard" হিসেবে প্রত্যয়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের অনুমোদন অদূর ভবিষ্যতে জাহাজভাঙ্গা শিল্প পরিচালনার জন্য অন্যতম বিচার্য বিষয় হবে। ভারতের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মালিকেরা HKC সহ অন্যান্য নীতিমালা অনুযায়ী চলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। তারা ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত TSDF(Treatment, Storage and Disposal Facilities) স্থাপন করেছে যা কিনা Alang এর ১৬০-১৭০ টি জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের জন্য ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। আমাদের পরিদর্শন কালে আরো একটি পার্থক্য চোখ পড়েছে তা হলো, প্রত্যেকটি ইয়ার্ড জাহাজগুলোকে তাদের পন্টুনের খুব কাছে রাখতে পেরেছে। এর ফলে ভারী যন্ত্রপাতি বা ক্রেন ব্যবহার করা তাদের জন্য বেশ সহজতর। একই সাথে bilge-ballast water management এবং fuel oil management সহজেই তারা করতে পারে। এমনকি জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডগুলো ভারতের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন ,আই, আই, টি (Indian Institute of Technology) এর সাথে একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। তারা নিয়মিত ভাবে তাদের গবেষণা কর্ম সেমিনার বা কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত এবং ভারতের বাইরে তুলে ধরছে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ফলে বড় ধরনের জাহাজ পরিচালনা কোম্পানীগুলো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এমনকি জাপান নিজেদের জাহাজ ভাঙ্গা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অদূর ভবিষ্যতে সহজেই ভারতের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে জাহাজভাঙ্গা শিল্প অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন নীতিমালা দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। এই শিল্পে আমাদের অবস্থা ধরে রাখতে হলে HKC সহ অন্যান্য নীতিমালা মেনে চলার উপযোগী হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। অপরপক্ষে, এ শিল্পের অবস্থার উন্নতি রাতারাতি ঘটানোও সম্ভবপর নয়।

এমতাবস্থায় অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় যাওয়ার আগে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে যেমনঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া যদি আমরা এখনই শুরু করতে না পারি, তাহলে জাহাজভাঙা শিল্প ভবিষ্যতে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা কর্মের সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। সরকার জাহাজ ভাঙা শিল্পের মান ও পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগের বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিতে পারে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য অন্যান্য দেশের জাহাজভাঙা শিল্পের প্রশংসা করা নয়, বরং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জাহাজভাঙা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সম্ভাবনাময় এ শিল্প অনেকদিন ধরে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

লেখকদ্বয় ঃ অধ্যাপক, নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ, বুয়েট

ওষুধ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের পরামর্শ

বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণ ও ওষুধ উৎপাদন শিল্পখাতে ডেনমার্কের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে ডেনমার্কে জাহাজ রপ্তানি করছে। ক্রমবর্ধমানের জন্য জাহাজ রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলে তা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনিস রাষ্ট্রদূত Ms. Hanne Fugl Eskjaeaer এর সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী এ পরামর্শ দেন। গত ১৯ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ কবরুল উদ্দিন ও ডেনিস দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডেনিস রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পখাতে ডেনমার্কের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে ডেনমার্ক ও সুইডেনের উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করবেন বলে তিনি জানান। রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টিমান বাড়াতে ডেনমার্কের উদ্যোক্তারা কাজ করছে। ইতোমধ্যে ডেনমার্কের একটি কোম্পানি বাংলাদেশে গুঁড়ো দুধ প্যাকেটজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি এ উদ্যোগ সফল করতে শিল্পমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে এগিয়ে

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ৩২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের শতকরা ৬০ দশমিক ৩৪ ভাগ ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ। গত অর্থবছর একই সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয় মোট বরাদ্দের শতকরা ৩১ দশমিক ২৮ ভাগ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকার গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থা প্রধানদের নিয়ে আয়োজিত সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। গত ২৬ মে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট ২ হাজার ৫২৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোতে ১ হাজার ৫২৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা বাড়াতে খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে এনপিও

দেশের বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে খাত ও উপখাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন খাতের শিল্প-কারখানার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনে জাপান, সিঙ্গাপুরসহ উন্নত দেশগুলো থেকে উৎপাদনশীলতা বিশেষজ্ঞ এনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। গত ২২ এপ্রিল জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)-এর সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। দেশের শিল্প ও সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্ম-কৌশল নির্ধারণের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়।

এনপিও আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সভায় যোগ দিতে শিল্পমন্ত্রীর সুইজারল্যান্ড সফর

বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সুইজারল্যান্ড সফর করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গত ২৮ এপ্রিল জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD) এর আমন্ত্রণে তিনি সুইজারল্যান্ড সফরে যান। তিনদিন ব্যাপী সফরে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ২৯ এপ্রিল জেনেভায় বাংলাদেশের বিনিয়োগনীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘের জেনেভা অফিসের (UNOG) ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মিশেল মুলার (Mr. Michael MOLLER) এবং বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO) এর মহাপরিচালক গাই রাইডার (Mr. Guy RYDER) ও আঙ্কটাড (UNCTAD) এর মহাপরিচালক মুখিশা কিটুয়ি (Mr. Mukhisa KITUYI) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

নির্ধারিত সময়ের আগেই শাহজালাল সার কারখানার নির্মাণ সম্পন্ন হবে

গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়ন করার তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ প্রকল্পের নির্মাণ ও গুণগতমানের ওপর চীনের ঐতিহ্যবাহী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কমপস্যান্টের ভাবমূর্তি নির্ভর করছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম হলে ভবিষ্যতেও সার উৎপাদনখাতে সহযোগিতার জন্য কমপস্যান্টকে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ সফররত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের চীনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল কমপিলট পল্যান্ট ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (কমপল্যান্ট) এর প্রেসিডেন্ট মিঃ গু হাইটাও (GU HAITAO) এর সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী এ তাগিদ দেন। গত ১২ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমপল্যান্ট এর নিরাপত্তা ও মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বাই ইয়ান ফেই (Bai Yun Fei), বাংলাদেশ প্রজেক্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক লি গুয়াং (Li Guang), শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানার প্রকল্প ব্যবস্থাপক মিঃ মাজহ্যং (Mazheng), বেইজিং শাখা কমপল্যান্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপক গাও সু (Guo Xu) সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে চায়না ন্যাশনাল কমপিলট পল্যান্ট ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (কমপল্যান্ট) এর প্রেসিডেন্ট মিঃ গু হাইটাও (GU HAITAO) নির্ধারিত সময়ের আগেই শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদারল্যান্ড ও ইউনিডো'র সহায়তায় বিএসটিআইয়ে স্থাপিত আন্তর্জাতিকমানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে এ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ০৮ মে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীর বিএসটিআই মিলনায়তনে এ স্ট্যান্ডার্ড টাইম উদ্বোধন করেন। ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষিত রবিডিয়াম এটোমিক ক্লক (Robidium Atomic Clock) ব্যবহার করে এ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে লেন-দেন বাড়ছে। ই-কমার্স, ই-প্রকিউরমেন্ট, ডিজিটাল টাইম স্ট্যাম্পিংসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অভিন্ন সময় অনুসরণ অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম চালুর ফলে জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকান্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেন, শিল্প-কারখানা উৎপাদনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছন্দ ফিরে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম উদ্বোধন করছেন শিল্পমন্ত্রী

শিল্প অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা

দিলীপ কুমার শর্মা এনডিসি

১। পূর্ব কথা: মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে কৃষি ও পশুপালন-কে ভিত্তি করে এবং সভ্যতার অগ্রগতি সূচিত হয় কায়িক শ্রম লাঘব করতে যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে; অধুনা পণ্য/সেবা প্রস্তুত/প্রক্রিয়ার স্থান বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয় শিল্পালয় হিসেবে। শিল্পোন্নত প্রতিটি রাষ্ট্র গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা স্ব স্ব স্থান অর্জন করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অবদানে পৃথিবী আজ 'গ্লোবাল ভিলেজ'। ব্যবস্থাপনায়, সম্পদের তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে 'তথ্য'। বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্জিত বাজার অংশ (Market share) বজায় রেখে (maintain) তা পরবর্তী পর্যায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে চলছে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিদ্যমান পণ্য বা সেবাকে ভিত্তি বিবেচনা করা হলেও প্রাধান্য দেয়া হয় ভোক্তার অভিরুচিকে (Preference) এর জন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ভোক্তার অভিরুচির সাথে স্থান সময় ভেদে পরিবর্তনীয় সম্ভাব্য অভিরুচি ও স্পৃহাকে। তাইতো পরিলক্ষিত হয় নূতন বৈশিষ্ট্যের পণ্য ও সেবার বাজারে প্রবেশ ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। এ ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য/ সেবার চাহিদা এবং সরবরাহে দেশে-দেশে ভিন্নতা দৃশ্যমান। সমগ্র পরিক্রমায় পণ্য/সেবা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্ণায়কের স্থান অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পূর্বের শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার স্থলে গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাই রাষ্ট্রের ভূমিকা দাঁড়িয়েছে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তথ্য সংগ্রহ, নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান, জনগণকে প্রশিক্ষিত করা, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি অর্থাৎ বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা। যার প্রতিফলন দেখা যায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিল্প বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপনে সহায়তা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে।

২। শিল্প অধিদপ্তর: বৃটিশ শাসনামলে শিল্পায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে সরকার The state Aid to Industries Act, 1931 (Act No III of 1931) প্রণয়ন করে। আইনটিতে মোট ৩২টি ধারা রয়েছে। ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯ সনে কতিপয় শিল্প উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা নির্ধারণক্রমে The Development of Industries (Government Control) Act 1949 (Act No XIII of 1949) প্রণয়ন করে। মাত্র পাঁচটি ধারা সহযোগে প্রণীত আইনটির 3A ধারায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য The East Pakistan Development of Industries (Control and Regulation) Act, 1957 (Act XIX of 1957) প্রণয়ন করা হয়। ইহাতে ১২ (বারো)টি ধারা এবং ১৯ (উনিশ)টি তপছিল রয়েছে। তপছিলগুলো 1.Food, II. Drink and beverages, III. Tobacco, IV. Textiles, V. Footwear and ready-made textile goods, VI. Wood cork, cane and bamboo products, VII. Furniture and fixture, VIII. Pulp, paper and paper products, IX. Leather and leather products, X. Rubber products excepting footwear, XI. Chemicals , XII. Mineral products: Non-metallic , XIII. Mineral products metallic, XIV. Metal products: Structural, XV. Machinery, XVI. Electrical equipments, XVII. Transport equipments, XVIII. Miscellaneous manufactures and XIX. Industrial Undertakings other than those engaged in the manufacture of consumer goods.

প্রকৃত অর্থে বর্তমান বাংলাদেশ তথা:, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প স্থাপন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ আইনটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মূলত বৃটিশ আমলে স্থাপিত স্বল্প সংখ্যক বস্ত্র ও চিনি শিল্প স্থাপনের পর দৃশ্যমান অধিকাংশ বস্ত্র, পাট ও অন্যান্য শিল্প এ আইনের আওতায় স্থাপিত The East Pakistan Industries Development Corporation (EPIDC) এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে থাকে।

স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর বৃটিশ শাসনাধীনে ১৯৩১ সনে প্রণীত The state Aid to Industries Act-1931 এর ৩(১) ধারায় ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড গঠনের নির্দেশনা অনুসরণে সরকার দেশে বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২২ জুন ১৯৭২ তারিখে শিল্প অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাধীন শিল্প অধিদপ্তর-ন্যস্তব্য আবশ্যিক কাজ সহ চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় পরামর্শ, সহায়তা এবং নূতন শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতাসহ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে শিল্প অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ:

01. Preparation of Industrial Investment Policy.
02. Preparation of Investment Schedule.
03. Preparation of list of sectors for Investment in the private Sector.
04. To determine the ceiling of private Investment.
05. Implementation of the Industrial Investment Schedule.
06. Survey of Industrial Unit.
07. Formulation of Import Policy relating to Industries and sponsoring for licensing of approved Industrial Units for capital machinery, raw material and spare parts.
08. To define clearly the objectives of Industrial policy.
09. Promote geographical dispersal of Industries on economic grounds.
10. Regional Industrial development.
11. Maximization of export and development of export oriented industries.
12. Ensure the quality and price of locally manufactured goods is maintained at a reasonable level.
13. Develop indigenous technology base and encourage judicious application of appropriate technology.
14. Import substitution industries.
15. Generation of employment.
16. Policy regarding foreign investment and determination of additional facilities and incentive for foreign investment.
17. Policy for Industrial financing by different financing institutions.
18. Consideration of Tariff as a measure of safeguard to home industries.
19. Allotment of Industrial land and other facilities like Power, Gas and other infrastructure facilities required for accelerating industrial development.
20. Maintenance of liaison with other government organization and agencies.
21. Secretariat services to Investment Board, Investment incentive study, Development of potential export product line, Improvement of Industrial Statistics, Deep Sea Fishing.
22. Liaison with Bangladesh Embassies / Consulates in foreign countries, One stop service recently introduced by the government for accelerating Industrial development.

৩। শিল্প অধিদপ্তর বিলুপ্তি ও বিনিয়োগ বোর্ড গঠন ঃ শিল্প অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ২২ (বাইশ)টি কাজ সম্পাদনরত অবস্থায় মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে এক প্রজ্ঞাপন দ্বারা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তালিকায় 6(g) এর পর "6(h) 'Matters relating to Board of Investment, সন্নিবেশ করে। প্রায় একই সময়ে সরকার ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে বিনিয়োগ বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ৪ ধারার বিধান অনুসারে বিনিয়োগ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং সংস্থাপন (জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয় বিনিয়োগ বোর্ড গঠিত হওয়ার পর ২৬-১২-১৯৮৮ তারিখের আদেশ, ২২ জুন ১৯৭২ আদেশে সৃষ্ট শিল্প অধিদপ্তর সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করে- বিলুপ্তি ঘোষণা করে। আদেশে তিনটি অংশ যথা-

ক) ১৮ পৌষ ১৩৯৫ বাংলা ১লা জানুয়ারি ১৯৮৯ তারিখে শিল্প অধিদপ্তর বিলুপ্ত হইবে;

খ) উক্ত অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির চাকুরি উক্ত তারিখ হইতে উক্ত বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত হইবে; এবং

গ) উক্ত অধিদপ্তরের সকল দায়িত্ব এবং উহার অধীন সকল সরকারি সম্পদ উক্ত তারিখ হইতে উক্ত বোর্ডে ন্যস্ত হইবে।"

বিনিয়োগ বোর্ড গঠনের পর উহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) বেসরকারী খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

(খ) বেসরকারী খাতের শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের নীতি বাস্তবায়ন;

(গ) বেসরকারী খাতে শিল্প বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;

(ঘ) বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনের জন্য এলাকা তফসিল প্রণয়ন ও উক্ত এলাকার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ;

(ঙ) বেসরকারী খাতে দেশী ও বিদেশী পুঁজি সম্বলিত সকল শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধনকরণ;

(চ) বেসরকারী খাতে শিল্প বিনিয়োগের খাত ও সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দেশে ও বিদেশে উপহার প্রদানসহ বহুল প্রচারকরণ;

(ছ) বেসরকারী খাতে শিল্পের বিনিয়োগ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কৌশল উদ্ভাবন ও উহার বাস্তবায়ন;

(জ) বেসরকারী খাতে শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

(ঝ) বেসরকারী খাতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারি নিয়োগের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঞ) বেসরকারী খাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পর্যায়ক্রমিক স্থানীয় উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(ট) বেসরকারী খাতে রুগ্ন শিল্প পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঠ) বেসরকারী খাতে গুরুত্বপূর্ণ নূতন শিল্পের অর্থায়ন এবং অর্থায়নে সহায়তাকরণ;

(ড) বেসরকারী খাতে শিল্প-বিনিয়োগ-পুঁজি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) সকল প্রকার শিল্প উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ, বিতরণ এবং তদুদ্দেশ্যে ডাটা-ব্যাংক স্থাপন; এবং

(ণ) উপরি উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। বিলুপ্ত শিল্প অধিদপ্তরের অমনোনিবেশিত কার্যাবলী ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে ০১-০১-১৯৮৯ তারিখের মপবি-৪/১৬/৮৯ বিভি (অংশ-২)/৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিনিয়োগ বোর্ডকে শিল্পমন্ত্রণালয় হতে প্রত্যাহারক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ন্যস্ত করে। তদবধি শিল্প অধিদপ্তরের উপরোক্ত ১০(দশ) টি কাজ সম্পাদনের কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নয় বিধায় জনস্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছেনা। শিল্প অধিদপ্তরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জনবল হস্তান্তরের পর কতিপয় কাজ বর্তমানে তত্ত্বাবধানের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব প্রাপ্ত নয়। শিল্প অধিদপ্তরের মোট ২২(বাইশ) টি কাজের মধ্যে নিম্নোক্ত ১০(দশ) টি কাজ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সম্পাদন করলেও সুনির্দিষ্ট মনোনিবেশনের জন্য বর্তমানে কোন কর্তৃপক্ষ নাই।

I. Formulation of Import relating to Industries and sponsoring for licensing of approved Industrial units for capital machinery, raw materials and spare parts,

II. Regional Industrial development,

III. Maximization of export and development of export oriented Industries,

IV. Ensure the quality and price of locally manufactured goods is maintained at a reasonable level,

V. Import substitution Industries,

VI. Generation of employment,

VII. Consideration of Tariff as a measure of safeguard to home Industries,

VIII. Organization and Maintenance of liaison with other Government Agencies,

IX. Development of potential export product line.

X. Improvement of Industrial Statistics, Deep Sea Fishing,

XI. Liaison with Bangladesh Embassies/ Consulates in foreign countries and.

XII. One stop service for accelerating Industrial Development.

বিলুপ্ত শিল্প অধিদপ্তর ও বিনিয়োগ বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায় শিল্প অধিদপ্তরের ২২ (বাইশ)টি কাজের বিপরীতে বিনিয়োগ বোর্ড ১৪ (চৌদ্দ)টি দায়িত্ব সম্পাদন করছে। যার মধ্যে উপরোক্ত ১০ (দশ)টি কাজ কোন দপ্তর বা সংস্থার আওতাভুক্ত নয়। ফলে বিনিয়োগকারী, আমদানি-রপ্তানি কারক, বিপণনকারিসহ ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ যথাযথ সংরক্ষিত হচ্ছেনা।

৫। শিল্প অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা ঃ শিল্পায়নের অপরিহার্য শর্ত হলো পণ্যের চাহিদার নিরিখে যোগানের ব্যবস্থা করা, যাতে বাজারে পণ্য/সেবাটির চাহিদা বজায় থাকে। পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পূর্বে বিনিয়োগকারী বা উৎপাদক দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ও প্রতিযোগিতার নিরিখে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল (Raw materials), যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ (Machine or accessories) সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দেশিয় বাজার হতে সংগৃহীত হলে এক প্রকার কৌশল। আর আন্তর্জাতিক বাজার হতে সংগ্রহ করতে হলে ভিন্ন কৌশল (Strategy) অবলম্বন করতে হয়।

৬। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের ভূমিকা ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সর্বদাই সহায়কের। কিন্তু পণ্য/সেবার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ (intervention) অপরিহার্য হলেও সরকার লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে সে সাফল্য বজায় রাখতে পারে না। কারণ সরকার বিদ্যমান বাজার বা ক্ষৈত্রিক পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করত তা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ইহা স্বাভাবিক, কেননা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তাঁদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফলাফল তা লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন তা গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ধীর এবং দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট ভিত্তিক হয়ে থাকে। ফলে সরকারের পক্ষে চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অপেক্ষাকৃত ধীর গতির হয়। সরকারে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারিগণ পছন্দ করেন সর্বদা সাফল্য অর্জন (Success seeker) কে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এড়াতে (Failure avoider) কাজটি পরিত্যাগ করতেও দেখা যায়। যেমন জাতীয় শিল্প নীতি ২০১০ এর তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.৩ অনুযায়ী শিল্পকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটিরও সেবা শিল্প এ ছয় ক্যাটাগরিতে বিন্যাস্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের এমন একটি দপ্তর পাওয়া কঠিকর হবে যেখানে তাৎক্ষণিক উক্ত ছয় ক্যাটাগরির শিল্পের পূর্ণ তথ্য মিলবে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও সকল প্রকার শিল্প উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ, বিতরণ এবং তদুদ্দেশ্যে ডাটা-ব্যাংক স্থাপন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৭। **শিল্প সংক্রোন্ত তথ্যঃ** শিল্প উদ্যোক্তাকে বিদ্যমান, প্রচ্ছন্ন ও সম্ভাব্য বাজার, প্রতিযোগী, ইত্যাদি বহুমাত্রিক তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগ্রহণ নিতে হয়। পণ্য / সেবার বাজারের চূড়ান্তগ্রহণ লড়াই প্রতিযোগিতামূলক ও ভোক্তা সন্তুষ্টি। উপাত্ত-তথ্য সহযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে বিনিয়োগে ঝুকি (Risk) তুলনামূলক কম থাকে। একটি দেশে সরকার যেহেতু সর্ববৃহৎ সংগঠন তাই তার পক্ষে সার্বিক বিবেচনায় উপাত্ত সংগ্রহ করত বিন্যাসের মাধ্যমে পূর্নতথ্য বিশ্লেষন ক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণ নেয়া সহজতর হয়।

৮। **উদাহরণঃ** হিসেবে 'ক' পণ্য উৎপাদনে কোন ব্যক্তি উদ্যোগী হলে তাকে প্রাথমিক ভাবে এর বাজার চাহিদা ও যোগান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাণ্যটির কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ ভোক্তাদের আকৃষ্ট করে, এ পণ্যের প্রতিযোগীর সক্ষমতা, বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় নিতে হয়। পরবর্তী স্তরে আসবে কাঁচামাল প্রাপ্তি, ইহা কি দেশিয় বাজার হতে সংগ্রহ করা যাবে অথবা আমদানি নির্ভর হবে? ক্রয়ে পণ্যের তুলনামূলক গুণের সাথে সংগ্রহ মূল্য বিবেচনায় নিতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে ব্যবহার্য প্রযুক্তি, যন্ত্র ও তা চালানোর দক্ষ জনবল প্রাপ্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা। চতুর্থ পর্যায়ে আসে এ সকল কাজ সুষ্ঠু সম্পাদনে যথাযথ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় ক্যাটাগরি ভিত্তিক শিল্পের সংখ্যা, ব্যবহৃত মেশিনারি, কাঁচামাল এর বার্ষিক চাহিদা, কাঁচামালের পর্যায় (stage) ইহা উৎপাদনের উৎস কি কৃষিজ বা অন্য কোন শিল্প জাত অথবা অর্ধ প্রসেসকৃত। আমদানি নির্ভর হলে দেশে উৎপাদিত কোন পণ্য এর প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অথবা শিল্পের নামে আমদানি করত ট্রেডিং ব্যবসায় পরিচালিত হয় কিনা তা ও বিবেচনায় নিতে হবে। এর জন্য শিল্প অধিদপ্তরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১) উদ্ভাবনী গবেষণার (Exploratory research) মাধ্যমে জন শক্তির সক্ষমতা (Competence) বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া;

(২) গবেষণা পরিচালনায় সরকারের অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সক্ষম শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার সক্ষম ব্যক্তি বর্গের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ও বজায় (Build and maintain) করা;

(৩) সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (Regulatory Organization) সাথে সম্পর্ক স্থাপন বজায় রাখাসহ নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সংরক্ষণ করা; এবং

(৪) সর্বশেষ ধাপ সংস্থাটির সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সাধারণে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ। উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে এমর্মে পরিসমাপ্তি টানা যায় যে, শিল্প অধিদপ্তর নিয়মিত উদ্ভাবনী গবেষণার (Exploratory research) মাধ্যমে বিশ্বে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য দেশিয়/আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাগণকে সরবরাহ করতে পারলে শিল্প উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাগণকে সরবরাহ করতে পারলে শিল্প উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপকল্প ২০২১ অর্জনের শক্তিশালী পদক্ষেপ।

সূত্র

I. THE STATE AID TO INDUSTRIES ACT, 1931 (ACT NO. III OF 1931),

II. THE EAST PAKISTAN DEVELOPMENT OF INDUSTRIES (CONTROL AND REGULATION) ACT, 1957 (EAST PAKISTAN ACT XIV OF 1957,

III. THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES (GOVERNMENT CONTROL) ACT, 1949 (ACT NO. XIII OF 1949),

IV. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন।

V. বিনিয়োগ বোর্ড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৭নং আইন)।

VI. শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন।

VII. সংস্থাপন (বর্তমান জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয় হতে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে জারীকৃত আদেশ।

VIII. The Development of Industries (Control and Regulation) (Repealed) Act, 1990 (১৯৯০ সনের ২৫নং আইন)

লেখক : যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

গত ছয় বছর কোথাও সারের কোনো ধরনের সংকট হয়নি

গত ছয় বছর দেশের কোথাও সারের কোনো ধরনের সংকট হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এক সময় সারের পেছনে চাষিদের তীর্থের কাকের মতো ছুটতে হয়েছে। সারের জন্য কৃষকদের জীবনও দিতে হয়েছে। অথচ গত ছয় বছর ধরে সারই কৃষকের পেছনে ছুটেছে। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সার ডিলার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর ঢাকা অফিসার্স ক্লাবে গত ১৯ এপ্রিল এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পোটন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পরিচালক ও সংসদ সদস্য মোঃ শওকত চৌধুরী। এতে শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং এফবিসিসিআই'র সহ-সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সার ডিলার ও ব্যবসায়ীরা দেশে কৃষি উৎপাদনের ঢাকা সচল রাখতে তাদের কার্যকর অবদানের কথা তুলে ধরেন।

রপ্তানির নতুন বাজার খুঁজে বের করতে শিল্পমন্ত্রীর পরামর্শ

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পণ্য বৈচিত্র্যকরণের পাশাপাশি রপ্তানির নতুন বাজার খুঁজে বের করতে দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ইউরোপ ছাড়াও সার্কভুক্ত দেশ, আসিয়ান অঞ্চল, চীন ও জাপানে বাংলাদেশি পণ্য ক্রমেই শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। আঞ্চলিক বাণিজ্যের এ সুবিধা কাজে লাগাতে তিনি পরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের তাগিদ দেন। গত ১০ এপ্রিল রাজধানীর প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত "আগামী দশকের জন্য শিল্পায়নের কৌশল (Industrialization Strategies for the Next Decades)" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ পরামর্শ দেন। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর প্রেসিডেন্ট এ.কে.আজাদ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, বাংলাদেশ অ্যান্টার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান এ.আর.খান, এফবিসিসিআই'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোয়ারা হাকিম আলী, বিসিআই'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবুসহ বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেডবডির নেতা, শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা আলোচনায় অংশ নেন।

শিল্পমন্ত্রী সাথে ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

শিল্পবার্তা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, ৮ জুন ২০১৪

আমাদের কথা

উন্নয়ন যুগোপযোগী শিল্পায়নের ফল। উন্নত বিশ্বের বর্তমান অবস্থানের অন্তরালে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবনী গবেষণা (Exploratory research) গ্রহন, পরিচালনা ও এর ফলাফল বাজারজাতকরণ। যা করতে হলে, প্রয়োজন হয় শিল্প বিনিয়োগবান্ধব একটি নীতি। বর্তমান সরকার শিল্প স্থাপনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকে সহজতর করতে বিনিয়োগবান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় চলতি অর্থবছরে অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশ শিল্পখাতে ৮.৬৮ ভাগ এবং রপ্তানিখাতে ১৩.০২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন সূচককে উর্ধ্বমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং কর্তৃক প্রাক্কলিত প্রাথমিক হিসাব থেকে এ তথ্য জানা যায়। এতে বলা হয়েছে, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারিত করে বেকারত্বের হার কমাতে হলে, এখাতে উন্নয়ন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য যেমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, তেমনি পাট, চিনি, টেক্সটাইল ইত্যাদি সনাতনী শিল্পনির্ভরতা কমিয়ে সময়োপযোগী শিল্প বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে শিল্পকে বহুমুখী করতে হবে। সরকারের নীতি নির্ধারকদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের চামড়া শিল্পের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও এখাতে চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, সবুজ প্রযুক্তির প্রবর্তন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ও বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলে, এ শিল্পখাতে আগামী এক দশকে রপ্তানি আয় আসতে পারে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাম্প্রতিক কালে শিল্পনীতি সংশোধনের যে প্রক্রিয়া চলমান আছে, তাতে শিল্প বহুমুখীকরণের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। দেশিয় কাচাঁমালভিত্তিক শিল্প ব্যাপকভাবে স্থাপন করা সম্ভব হলে, মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং মাথা পিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হবে। শিল্প বার্তার এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। লেখকগণকে আগামীতে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা পাঠানোর আহবান জানাচ্ছি।

সম্পাদনা পরিষদ

আমাদের লক্ষ্য

শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪

বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির ও হাইটেক শিল্পের উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত মালিক পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/স্বত্বাধিকারীর নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য পুনরায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

নিয়মাবলী ও আবেদন ফরম মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.moind.bov.bd) পাওয়া যাবে এবং প্রশাসন (সংস্থাপন) অধিশাখা হতে অফিস চলা কালে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২জুন, ২০১৪।

মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
উপ সচিব

পৃষ্ঠা ঃ ১১
- প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে এগিয়ে

পৃষ্ঠা ঃ ১২

পৃষ্ঠা ঃ ১৩
- শিল্প অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা

পৃষ্ঠা ঃ ১৫

প্রকাশনায় ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০. E-mail : shilpabarta.moind@gmail.com. Web : wwww.moind.gov.bd